অদম্য বাংলাদেশ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৬

জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহে পেট্রোবাংলার ভূমিকা

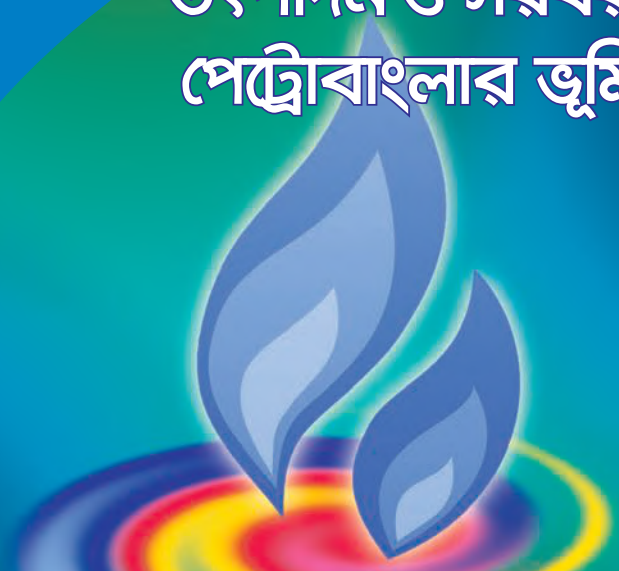

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫

ফোন: পিএবিএক্স ৮৮০-২-৯১২১০১০-৬, ৯১২১০৩৫-৪১

ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯১২০২২৪

ওয়েব সাইট : www.petrobangla.org.bd

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহকারী বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। দেশে ব্যবহৃত প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির ৭৫% এই প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করে থাকে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনসহ কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকির দায়িত্বও পেট্রোবাংলার ওপর ন্যাস্ত আছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেট্রোবাংলা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দেশীয় সম্পদ আহরণ জোরদার করার পাশাপাশি বিদেশ হতে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্যও পেট্রোবাংলা কাজ করছে। পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন ১৩টি বিশেষায়িত কোম্পানি সরকার কর্তৃক পেট্রোবাংলার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিরলসভাবে কাজ করছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি ১টি : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড।

খ) গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ২টি : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড।

গ) গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ১টি : গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড।

ঘ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ৬টি : তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড।

ঙ) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ১টি : রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড।

চ) মাইনিং কোম্পানি ২টি : বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

প্রাকৃতিক গ্যাস/তেল অনুসন্ধান, উৎপাদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের গড় উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক ২,৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। পুরাতন বন্ধকূপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের কর্মসূচী জোরদার ও দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে জানুয়ারি ২০০৯ হতে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১,৪৭০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেলেও উক্ত সময়ে ২টি গ্যাসক্ষেত্র (সাঙ্গু এবং ফেনী) বন্ধ এবং কোন কোন গ্যাসক্ষেত্রে বিদ্যমান কূপে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণ ৯৯৬ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। আবিষ্কৃত গ্যাস স্ট্রাকচার সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ১৫,৬৯৯ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক এবং ৩,৬৩৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কার, ১১টি অনুসন্ধান ও ৪৮টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২৩টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ সময়ে ৮৫৮ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলার মুচাই ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গাতে গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সারকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৩৪.৫ লক্ষের অধিক গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের একমাত্র অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি বাপেক্স এর কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গভীর কূপ খননের ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্যাস ঘাটতি লাঘবে বিদেশ হতে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন আছে। তন্মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য এলএনজি ২০১৮ সালের প্রারম্ভে গ্যাস নেটওয়ার্কে সরবরাহ শুরুর কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে আরও ৩৭টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ২৩টি কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, একই সময়কালে ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল মোট ১১৯টি কূপ হতে আনুমানিক দৈনিক ১,১১০-১,২৭৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

পেট্রোলিয়াম পণ্য : প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে উৎপাদিত কনডেনসেট হতে উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম পণ্য দেশের তরল জ্বালানির মোট চাহিদার ৮% পূরণ করছে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি এবং উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৪১,৩৯,৯২৪ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,৬২,০৫৭ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১,০৯,৯৪৮ ব্যারেল কনডেনসেট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট কনডেনসেট এবং সমুদয় এনজিএল পেট্রোবাংলার গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিসমূহে বিদ্যমান ফ্রাকশনেসন প্ল্যান্টে প্রক্রিয়া করে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৭,০৭,৬৮৮ ব্যারেল পেট্রোল, ৩,৮১,১৮৮ ব্যারেল ডিজেল, ১,০২,৩১৮ ব্যারেল কেরোসিন এবং ৬,০৮০ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। গ্যাস উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পেট্রোল দেশের চাহিদা পূরণে সমর্থ হচ্ছে।

কয়লা ও গ্রানাইট উত্তোলন : দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার অধিকাংশ মূলতঃ বড়পুকুরিয়া কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট কয়লা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন হতে উত্তোলিত গ্রানাইট পাথর রেললাইন, সড়ক ও সেতুসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়লা ও গ্রানাইট উত্তোলনের মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পেট্রোবাংলার উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করে দেশে মোট উৎপাদনের ৭০.২৮% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানি ও উৎপাদন অংশিদারিত্ব চুক্তির আওতায় উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে এ সময়ে ৩৫,৭৩৫ গিগাওয়াট আওয়ার এবং বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত কয়লা ব্যবহার করে ৮৫০ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে ছোট ছোট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মোট ২,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। একই সময়ে কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে ১৩,২৬,৫৭৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুৎ ও সার খাতে সরবরাহকৃত গ্যাসের মূল্য উৎপাদন খরচ হতে কম হওয়ায় পেট্রোবাংলা গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ দুই খাতে যথাক্রমে ৭,৯৭৪ কোটি টাকা এবং ৯৮৩ কোটি টাকা পরোক্ষ ভর্তূকি দিয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি : পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহে প্রশাসন, বিপণন, রাজস্ব, পে-রোল, হিসাব, ভান্ডার, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূকম্পন জরীপ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক, রিজার্ভয়ার সমীক্ষা, গ্যাস সঞ্চালন ও মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানি-সমূহের কাজে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিপণন কোম্পানিসমূহের গ্রাহকসেবার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা : প্রতি বছর গ্যাস খাত হতে সরকারি কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলির তুলনায় সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরগুলিতে সিডি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ, আয়কর ও এসডি ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৫,৫৮৬ কোটি টাকা, ৫,৩৭৮ কোটি টাকা, ৬,২০৪ কোটি টাকা এবং ৭,৫২১ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে।

দেশের প্রাথমিক জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। বর্তমানে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত নতুন ৩টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দৈনিক গড়ে ৯৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট নিট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লা উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে পেট্রোবাংলার কর্মপরিধি ও অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০২ - ২০০৮ সময়কালের তুলনায় ২০০৯ - নভেম্বর, ২০১৬ সময়কালের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম	২০০২-২০০৮ সাল	২০০৯-নভেম্বর,২০১৬ সাল
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক (লাইন কিঃ মিঃ)	৫,৪৯১ (বাপেক্স-১,৬৪৩ ও আইওসি-৩,৮৪৮)	১৫,৬৯৯ (বাপেক্স-৩,৬১১ ও আইওসি-১২,০৮৮)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ)	আইওসি-১,০৭১	৩,৬৩৩ (বাপেক্স-২,৮৯০ ও আইওসি-৭৪৩)
নূতন স্ট্রাকচার আবিষ্কার	বাপেক্স-৩টি	বাপেক্স-৯টি
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি (বাপেক্স-১টি ও আইওসি-১টি)	১১টি (বাপেক্স-৬টি, এসজিএফএল-২টি ও আইওসি-৩টি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৮টি	৪৮টি (বাপেক্স-১০টি, গ্যাজপ্রম-১২টি, সিনোপেক-৩টি, স্যান্ট্রোস-২টি ও শেভরন-২১টি)
ওয়ার্কওভার কূপ/রিমেডিয়াল ওয়ার্ক সংখ্যা	৪টি	২৩টি (বাপেক্স -২০টি ও আইওসি-৩টি)
খনন রিগ ক্রয়	নাই	৩টি (বিজয়-১০, ১১ ও ১২)
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	নাই	৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি (আইওসি)	৩টি (বাপেক্স)
গ্যাস উৎপাদন	১,২০০-১,৭৪৪ দৈনিক মিলিয়ন ঘনফুট	১,৭৪৪-২,৭৪০ দৈনিক মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	৭৩ কিলোমিটার	৮৫৮ কিলোমিটার
উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	৭৮টি	১০২টি
গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যা	২০ লক্ষ	৩৪.৫ লক্ষ
কয়লা উৎপাদন	৬.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৮৬.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন
গ্রানাইট উৎপাদন	০.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন	২৭.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন

এক নজরে গ্যাস সেক্টর (নভেম্বর, ২০১৬)

বিবরণ	সংখ্যা
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৬টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	২০টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১০২টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন	২,৭৪০ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	২৭.১২ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন (জুন, ২০১৬)	১৩.৯০ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	১৩.২২ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চাহিদা	৩,৩৭৫ এমএমসিএফডি
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৩৪.৫ লক্ষ (প্রায়)

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১৬ সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি

দৈনিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি	১,৪৭০ এমএমসিএফডি
প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি	৯৯৬ এমএমসিএফডি
নতুন রিগ ক্রয়	৩টি (বিজয়-১০, ১১ ও ১২)
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	১৫,৬৯৯ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স-৩,৬১১ ও আইওসি-১২,০৮৮)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৩,৬৩৩ বর্গ কিলোমিটার (বাপেক্স-২,৮৯০ ও আইওসি-৭৪৩)
ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ	৯৩৮ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স)
নতুন স্ট্রাকচার চিহ্নিতকরণ	৯টি (সুনেত্র, মদন, খালিয়াজুড়ী, রূপগঞ্জ, বাজিতপুর, শরিয়তপুর, সাভার/সিঙ্গাইর, জামালপুর ও মাদারগঞ্জ)
নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার	৩টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	১১টি (বাপেক্স-৬টি, এসজিএফএল-২টি ও আইওসি-৩টি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৪৮টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	২৩টি (বাপেক্স-২০টি ও আইওসি-৩টি)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৮৫৮ কিলোমিটার
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন	১৩টি (সরকারি-১টি ও বেসরকারি-১২টি)
কয়লা উৎপাদন	৮৬.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন (নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত)
গ্রানাইট উৎপাদন	২৭.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন (নভেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত)

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন (২০১৫-২০১৬ অর্থবছর)

পণ্য	এসজিএফএল	বিজিএফসিএল	আরপিজিসিএল	মোট
	৪,৯৮,৪২০ ব্যারেল	৫৯,৭৬৪ ব্যারেল	১,৪৯,৫০৪ ব্যারেল	৭,০৭,৬৮৮ ব্যারেল
	১,০৭,১৬১ ব্যারেল	২,৪২,৫৩৬ ব্যারেল	৩১,৪৯১ ব্যারেল	৩,৮১,১৮৮ ব্যারেল
	১,০২,৩১৮ ব্যারেল	-	-	১,০২,৩১৮ ব্যারেল
	-	-	৬,০৮০ মেট্রিক টন	৬,০৮০ মেট্রিক টন

খাতওয়ারী গ্যাস ব্যবহার

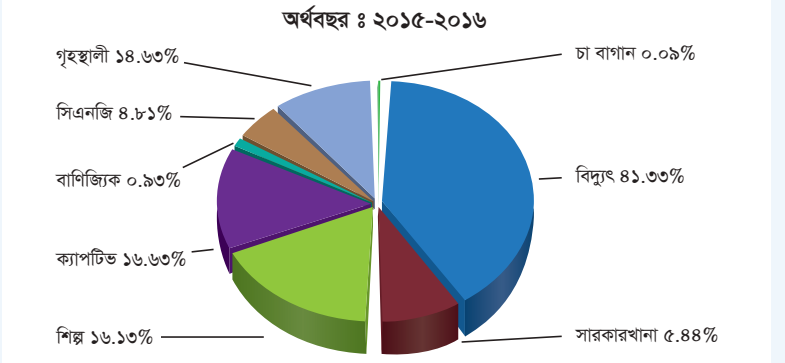

২০০৫-২০১৬ সময়কালে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি

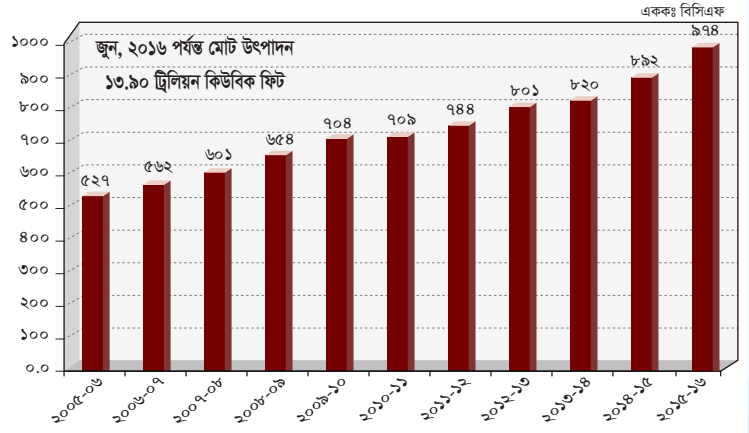

সেক্টর ভিত্তিক গ্যাসের বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ

একক : এমএমসিএফডি

সেক্টর	গ্রাহকশ্রেণী	চাহিদা	সরবরাহ
বাল্ক	বিদ্যুৎ	১৪৫৫	১০৪৫
	সার	৩১৬	১২০
	বিদ্যুৎ নন্-গ্রীড	৭৪	৭০
	উপ-মোট	১৮৪৫	১২৩৫
নন্-বাল্ক	শিল্প	৪৬২	৪৫৫
	ক্যাপটিভ	৪৮০	৪৭৫
	সিএনজি	১৩০	১২৫
	গৃহস্থালী	৪২৫	৪২০
	বাণিজ্যিক ও অন্যান্য	৩৩	৩০
	উপ-মোট	১৫৩০	১৫০৫
	সর্বমোট	৩৩৭৫	২৭৪০

গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প

ক্রমিক	বিবরণ	সম্পাদনকাল
১	মহেশখালী-আনোয়ারা (৩০" ব্যাসের ৯১ কিঃ মিঃ)	পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণকাজ চলছে।
২	জয়দেবপুর- শ্রীপুর (২০" ব্যাসের ৩০ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৭
৩	আনোয়ারা-ফৌজদারহাট (৪২" ব্যাসের ৩০ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৭
৪	পদ্মা ব্রিজ সেকশন (৩০" ব্যাসের ৬.১৫ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৮
৫	কুটুম্বপুর-মেঘনাঘাট (২৪" ব্যাসের ৪৫ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৬	ধনুয়া ও এলেঙ্গা-যমুনা ব্রিজের পূর্ব পার্শ্ব-নলকা (৩০" ব্যাসের ৬৬ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৭	মহেশখালী-আনোয়ারা-২ (৪২" ব্যাসের ৮৩ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০১৯
৮	বাখরাবাদ-ফেনী-চট্টগ্রাম (৩৬" ব্যাসের ১৮১ কিঃ মিঃ)	জুলাই, ২০১৯
৯	মানিকগঞ্জ-ধামরাই (২০" ব্যাসের ২৫ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৯
১০	এলেঙ্গা-মানিকগঞ্জ (২০" ব্যাসের ৬০ কিঃ মিঃ)	ডিসেম্বর, ২০১৯
১১	বঙ্গবন্ধু ২য় ব্রিজ (৩০" ব্যাসের ১০ কিঃ মিঃ)	জুন, ২০২১

২০২১ সাল নাগাদ মোট ৫৩৬ কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হবে।

মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০" ব্যাসের ৯১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ, জিটিসিএল

ভবিষ্যৎ গ্যাস চাহিদার প্রক্ষেপণ

একক : এমএমসিএফডি

খাত	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯	২০২০-২১	২০২৪-২৫	২০২৯-৩০	২০৩৪-৩৫	২০৪০-৪১
বিদ্যুৎ	১,৭৯৬	২,০৪৩	২,১৯৭	২,২৮৫	২,৪৬৭	২,৮৫৭	২,৯৯১
সার	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬
শিল্প	৫৪২	৮১৬	১,১৮০	১,৫৪৭	২,০৮৯	২,৬১৫	৩,২১৫
অন্যান্য	১,১৫০	১,১৬৫	১,১৫৮	৮৭৩	৬৩৩	৬২৩	৬২৩
সার্বিক চাহিদা	৩,৬১৪	৪,১২৩	৪,৮৫১	৪,৭৭০	৫,২২৯	৬,০৯১	৬,৭৮৭

লিকুইড রিকোভারি ইউনিট, শেভরন

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কূপ খনন কার্যক্রম

অর্থবছর	অনুসন্ধান কূপ	উন্নয়ণ কূপ	ওয়ার্কওভার কূপ	মোট
২০১৫-১৬	১	২	৩	৬
২০১৬-১৭	৯	৮	৮	২৫
২০১৭-১৮	১৬	২	৯	২৭
২০১৮-১৯	১৫	৭	৩	২৫
২০১৯-২০	৮	১১	-	১৯
২০২০-২১	১০	৭	-	১৭
মোট =	৫৯	৩৭	২৩	১১৯

উল্লিখিত ১১৯ টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা

একক : এমএমসিএফডি

অর্থবছর	অনুসন্ধান কূপ		উন্নয়ন কূপ		ওয়ার্কওভার কূপ		মোট	
	নিম্নতম	উচ্চতম	নিম্নতম	উচ্চতম	নিম্নতম	উচ্চতম	নিম্নতম	উচ্চতম
২০১৫-১৬	৮	১০	১৬	২১	১৮	২৪	৪২	৫৫
২০১৬-১৭	৭৬	৯৭	১১৪	১২০	৫৬	৭০	১৮১	২২২
২০১৭-১৮	১৭৩	১৯৮	২০	২৫	১২১	১৩৭	৩১৪	৩৬০
২০১৮-১৯	১৮৭	২১৪	৯৫	১০৫	৪৪	৫১	৩১৬	৩৬০
২০১৯-২০	৯০	৯৪	১৪২	১৬২	-	-	২৩২	২৫৬
২০২০-২১	১০২	১০৭	১০২	১২৭	-	-	২০৪	২৩৪
মোট =	**৬৩৬**	**৭২০**	**৪৮৯**	**৫৬০**	**২৩৯**	**২৮২**	**১৩৬৪**	**১৫৬২**
	*৩৮২	*৪৩২					*১১১০	*১২৭৪

* সাফল্যের অনুপাত ৫:৩

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি : দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহেশখালীতে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) পদ্ধতিতে একটি FSRU (Floating Storage and Re-gasification Unit) LNG Terminal স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত FSRU টি প্রায় ১,৩৮,০০০ ঘনমিটার এলএনজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং দৈনিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। উক্ত টার্মিনাল হতে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের লক্ষ্যে মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০" ব্যাসের ৯১ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ২০১৮ সালে আমদানীকৃত এলএনজি হতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য ৫০০ ক্ষমতা সম্পন্ন আরো দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) নির্মাণের মাধ্যমে ২০১৯ সাল নাগাদ আরও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিটি ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি Land-based এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সমুদ্রাঞ্চলে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান : তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমগ্র সমুদ্রাঞ্চলকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। অগভীর সমুদ্রে তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ৩টি ব্লকের জন্য স্বাক্ষরিত উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় বিদেশী তেল কোম্পানি কাজ করছে। গভীর সমুদ্রের ১টি ব্লকে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং দ্রুততর সময়ে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের লক্ষ্যে আরও ৩টি ব্লকের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। তেল/গ্যাস অনুসন্ধান আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমুদ্রাঞ্চলে দ্বিমাত্রিক নন-এক্সক্লুসিভ মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।